খবর রাজ্যে/রাজ্যে

বিজেপিকে ভোট না দেওয়ার জন্য ছাত্রদের কাছে আবেদন শিক্ষকের

ভোপাল, ২৯ জানুয়ারি : মধ্যপ্রদেশের ইটারসি'র বিজয়লক্ষ্মী ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের এক শিক্ষক ছাত্রদের কাছে এক অভূতপূর্ব আবেদন জানিয়েছেন। ওই আবেদনে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট না দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কারণটি হল অনলাইনে পরীক্ষা। আসন্ন লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে মধ্যপ্রদেশের বিজেপিকে ভোট না দেওয়ার জন্য এক শিক্ষক তার ছাত্রদের কাছে আবেদন করেছেন। তবে কেন ভোট দেবে না তারা, তার কারণটিও বড় অদ্ভুত। দল যতদিন অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়া বন্ধ না করছে, ততদিন ভোট বয়কট করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি ছাত্রদের। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক মিনিটের একটি ভিডিও টুইট করেছে পরিচিত এক নিউজ এজেন্সি। সেখানে দেখা যাচ্ছে, একদল ছাত্র সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর ওই শিক্ষক সকলের কাছে গিয়ে বিজেপিকে ভোট না দেওয়ার জন্য আবেদন করছেন।

শুধু বিজেপিকে ভোট না দেওয়াই নয়, ওই নির্বাচনের সময় ওই দলের স্বেচ্ছাসেবী হওয়া বা কর্মী হিসেবে না খাটার জন্য বলা হচ্ছে তাদের। গত ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের দিনই এই ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়েছে। প্রসঙ্গত, বিজেপি মধ্যপ্রদেশে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা শিবরাজ সিং চৌহান। তিনিও ১২ বছর ধরে ক্ষমতায় আছেন। চৌহান ও তাঁর দলবলের শাসন এবং নানা কীর্তিকলাপ সাধারণ মানুষের মোটেই পছন্দ নয় বলেই এভাবে ছাত্রদের বিজেপির পক্ষে ভোট দিতে নিষেধ করা হচ্ছে বলেও জানা গেছে। প্রসঙ্গত, রাজ্যে সদ্যসমাপ্ত পুর নির্বাচনে বিজেপি ও কংগ্রেস, দু'দলই ৯টি করে আসন পেয়েছে। ফলে কংগ্রেস যথেষ্ট উজ্জীবিত। দিন দিন ক্ষোভ বাড়ছে শিবরাজ সিং চৌহান ও রাজ্য বিজেপির উপর। সম্প্রতি তাতে ইন্ধনও জুগিয়েছে অনলাইনে পরীক্ষা পরিচালন ব্যবস্থা। গুজরাতের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আনন্দী বেন প্যাটেলকে সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল নিয়োগ করা হয়েছে। এতেও খুশি নন রাজ্যের মানুষের একাংশ। তারা চাইছেন, আগামী নির্বাচনে যে কোনও ভাবেই হোক বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে সরাতে।

প্রয়াত রাজীব গান্ধির তত্ত্বাবধানেই ১৯৮৪'র শিখবিরোধী দাঙ্গা : সুখবীর

চণ্ডীগড়, ২৯ জানুয়ারি : পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব উপমুখ্যমন্ত্রী সুখবীর সিং বাদল সোমবার ১৯৮৪'র শিখবিরোধী দাঙ্গায় জড়িয়ে দিলেন রাজীব গান্ধির নাম। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও দিল্লির কংগ্রেস নেতা জগদীশ টাইটেলর ও ১৯৮৪'র শিখবিরোধী দাঙ্গা পরিচালনার জন্য গ্রেফতার করা হয়। পরে অবশ্য মামলা থেকে অব্যাহতি পান টাইটেলর। তবে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর শিখবিরোধী দাঙ্গায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ফের মামলা শুরু করার কথা বলেছে।

এদিন পাঞ্জাবের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী সুখবীর সিং বাদল ১৯৮৪'র শিখ দাঙ্গায় রাজীব গান্ধি জড়িত ছিলেন বলে টীব্র আক্রমণ করেছেন কংগ্রেসকে। সুখবীরের দাবি, রাজীব গান্ধির তত্ত্বাবধানেই হত্যাকাণ্ডগুলি সংগঠিত হয়। তবে জগদীশ টাইটেলরকেও স্বপক্ষে আনার চেষ্টা করে বাদল দাবি করেছেন, এই কংগ্রেস নেতা নিজেই জানিয়েছেন, ১০৮৪'র দাঙ্গার সময় রাজীব গান্ধি তাঁর সঙ্গে শহর ঘুরছিলেন। এর অর্থ তিনিও হত্যাকাণ্ডের তত্ত্বাবধান করেন।

টাইটেলর যেকথা বলেছেন, তা সিবিআই-এর খতিয়ে দেখা উচিত বলেও মন্তব্য করে বাদল আরও বলেছেন, 'টাইটেলর যা বলেছেন তা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়।' প্রসঙ্গত, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে দিল্লিতে যখন দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে তখন কংগ্রেসের সাংসদের সঙ্গে রাজীব গান্ধি রাজধানীর বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরছিলেন। তাঁরাই দলের হাইকমান্ডকে পরিস্থিতির কথা জানান বলে সম্প্রতি দাবি করেছেন জগদীশ টাইটেলর।

উল্লেখ্য, চলতি মাসের গোড়ায় সুপ্রিম কোর্ট একটি নতুন তদন্তকারী দল গঠন করেছে ১৯৮৪ সালের শিখবিরোধী দাঙ্গায় ১৮৬টি মামলার নতুন করে তদন্তের জন্যই সিট গঠন করা হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যুর পর এই দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সিটের প্রধান নিযুক্ত করা হয়েছে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শিবনারায়ণ ধিংরাকে। অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার রাজদীপ সিং ও আইপিএস অফিসার অভিষেক দুগ্গার এই কমিটির অন্য দুই সদস্য। দু'মাসের মধ্যে তদন্ত করে অন্তর্বর্তী রিপোর্ট সুপ্রিম কোর্টের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের।

ফরিদকোটের ডিএসপি'র মৃত্যুরহস্য নিয়ে প্রশ্ন

ফরিদকোট, ২৯ জানুয়ারি : পাঞ্জাবের ফরিদকোটে ছাত্রবিক্ষোভের মোকাবিলা করতে গিয়ে জেলার ডেপুটি পুলিশ সুপারের মৃত্যু হয়। বলজিন্দর সিং সান্ধুনাল এই ডিএসপি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের গোলমালের মোকাবিলার জন্যই সেখানে গিয়েছিলেন। কীভাবে তিনি গুলিবিদ্ধ হলেন, তা নিয়ে রহস্য দানা বাঁধছে বিভিন্ন মহলে। বলজিন্দরের মৃত্যু সংক্রান্ত রিপোর্টগুলি সেই প্রশ্নের সুযোগ করে দিয়েছে। কারণ রিপোর্টগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব রয়েছে। কয়েকটি রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। কিছু অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী খুব কাছ থেকেই গুলি করে বলজিন্দর সিংসান্ধুকে। আবার কারও কারও মতে, বলজিন্দর নিজের পিস্তল থেকে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হন। ফরিদকোটের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিক্ষোভ চলার সময়ই বলজিন্দর গুরুতর আহন হন। পরে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ফরিদকোটের এসএইচও গুরমিত সিং একতরুণ দম্পতিকে ২৬ জানুয়ারি বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। সেসময় পুলিশের সঙ্গে তাদের বচসা হচ্ছিল। পুলিশ ওই দম্পতিকে মারধর করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বেরিয়ে এসে বিক্ষোভ জানায়। সেই সময়ই গুলিবিদ্ধ হন বলজিন্দর।

পকোড়া নিয়ে চিদম্বরমের উপহাসের জবাবে বিজেপি

কংগ্রেস অপমান করছে দরিদ্র দেশবাসীকে

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি পকোড়া বিক্রিকেও চাকরি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত বলে মন্তব্য করেন। তাঁর এই মন্তব্যের জবাবে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ও প্রবীণ কংগ্রেস নেতা চিদম্বরম টুইট করে ঝড় তুলেছেন। শুধু টুইট করাই নয়, তিনি একটি কাগজে কলামও লেখেন। সেখানেও তিনি লিখেছেন, 'চাকরি' ও 'স্বনিযুক্তি'র মধ্যে স্পষ্টতই পার্থক্য রয়েছে। সেকথা ভুলে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। চাকরির নিশ্চয়তা স্বনিযুক্তিতে নেই।

চিদম্বরম টুইট করে আরও জানতে চান, বিজেপি সরকারের আমলে ঠিক কত চাকরির সৃষ্টি হয়েছে তা জানানো হোক। চিদম্বরমের এই টুইট এবং একটি সংবাদপত্রে লেখা কলাম কার্যত ঘৃতাহুতি দেয় বিজেপি নেতাদের উপর। চিদম্বরমের উপহাসের জবাব দিতে সঙ্গে সঙ্গে আসরে নেমে পড়েন তারা। শুরু হয় চিদম্বরমকে আক্রমণ করে টুইট। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর বলেন, প্রধানমন্ত্রী গরিব দেশবাসীকে শ্রদ্ধা করেন। এই গরিব মানুষগুলি তাদের জীবনধারণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে থাকেন। অথচ কংগ্রেস এবং চিদম্বরম তাদের নিয়েই উপহাস করছেন। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি একটি জনসভায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি নিয়ে বলতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদী বলেন, বিভিন্ন অফিসের সামনে বসে যারা পকোড়া বিক্রি করেন, তারাও যথেষ্ট আয় করেন। প্রতিদিন গড়ে ২০০ টাকা আয় করে থাকেন এক-একজন পকোড়া বিক্রেতা। তা হলে একেও কর্মসংস্থান বলা উচিত। চিদম্বরমের এই মন্তব্যের জেরে ১২টি টুইট করে শুরু হয় বিতর্ক। চিদম্বরম টুইট করে বলেন, চাকরি এবং স্বনিযুক্তির মধ্যে তফাৎ রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পকোড়া বিক্রিও চাকরি। যদি তাই হয় তবে ভিক্ষাও একটি চাকরি। দেশে এই মুহূর্তে কত কর্মসংস্থান হয়েছে তার তালিকা তৈরি করতে হলে গরিব বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও সেই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যারা জীবনধারণ করতে ভিক্ষা করতে বাধ্য হন। প্রশ্নের আকারে চিদম্বরমের এই টুইট দেখার পরই বিজেপির তরফে জবাব দেওয়া শুরু হয়। বিজেপি নেতা ও কেন্দ্রের মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর চিদম্বরমের টুইটের জবাব দিতে গিয়ে বলেন, কংগ্রেস গরিব দেশবাসীকে 'ভোটিং ব্লক' হিসেবেই দেখে। কিন্তু বিজেপি তাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে চায়।

জাভড়েকরের এই যুক্তির উত্তরে চিদম্বরম ফের টুইট করে বলেন, ২০১৭-১৮ সালে সরকার ৭০ লক্ষ চাকরি সৃষ্টির দাবি করেছে। কিন্তু চাকরি সৃষ্টির সময় মনে রাখতে হবে, স্বনিযুক্তির সঙ্গে কর্মসংস্থানের সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। চাকরি বা নিশ্চিত কর্মসংস্থান মানুষকে নিরাপত্তা দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে চিদম্বরম জানতে চান, সামাজিক ভাবে সুরক্ষিত ঠিক কত চাকরি এখনও পর্যন্ত সরকার সৃষ্টি করতে পেরেছে? কারণ ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই নরেন্দ্র মোদী নিশ্চিত কর্মসংস্থানের আশ্বাস দিয়ে আসছেন।

জয়শঙ্করের অবসর, নতুন বিদেশ সচিব বিজয় গোখলে

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি : বিদেশ মন্ত্রকের পরিচিত মুখ বিজয় কেশব গোখলে দেশের নতুন বিদেশ সচিব হলেন। তিনি এস জয়শঙ্করের স্থলাভিষিক্ত হলেন। ১৯৮১ ব্যাচের এই আইএফএস অফিসার বিদেশ সচিব হওয়ার আগে বিদেশ মন্ত্রকের সচিব (আর্থিক বিষয়) ছিলেন। দু'বছর তিনি ভারতের বিদেশ সচিব থাকবেন।

গোখলেকে চিন বিষয়ে অভিজ্ঞ হিসেবে ধরা হয়। ভারত ও চিনা সেনাবাহিনীর মধ্যে গত বছর ৭৩ দিন ধরে চলা ডোকালাম সমস্যার সমাধানে গোখলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মাত্র ২ বছর আগে তিনি চিনে ভারতের রাষ্ট্রদূতও ছিলেন। ২০১৬ সালের ২৯ জানুয়ারি থেকে ২০১৭ সালের ২১ অক্টোবর পর্যন্ত এই গুরুদায়িত্ব পালন করেন তিনি। এবার ফিরে এলেন একেবারে বিদেশ মন্ত্রকের সদর দফতরে।

চিন ছাড়াও গোখলে জার্মানিতে ভারতীয় দূতাবাসে শীর্ষ আধিকারিক ছিলেন। ২০১৩ সালের অক্টোবর থেকে ২০১৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সেই দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও হংকং, হ্যানয় ও নিউ ইয়র্কেও ভারতীয় মিশনে সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। চিন বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরিচিত গোখলে চিন ও ইস্ট এশিয়া বিষয়ক বিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন। তারপরে তিনি বিদেশ মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব হন। চলতি মাসের গোড়াতে মন্ত্রিসভার অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিটি গোখলেকে দেশের বিদেশ সচিব মনোনীত করেন। প্রসঙ্গত, এই কমিটির মাথায় রয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বিদায়ী বিদেশ সচিব জয়শঙ্কর ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে ওই পদে মনোনীত হন। তাঁর নিযুক্তি ছিল দু'বছরের জন্য। তৎকালীন বিদেশ সচিব সুজাতা সিংয়ের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন তিনি। ১৯৭৭ ব্যাচের আইএফএস অফিসার জয়শঙ্করকে গত বছর জানুয়ারিতে এক বছরের এক্সটেনশন দেওয়া হয়।

কাশগঞ্জে ধৃত ১১২, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরছে দাবি উত্তর প্রদেশ পুলিশের

লখনউ, ২৯ জানুয়ারি : উত্তর প্রদেশের কাশগঞ্জে হিংসায় জড়িত থাকার সন্দেহে পুলিশ এখনও পর্যন্ত ১১২ জনকে গ্রেফতার করেছে। শহরে ১৪৪ জারি জারি করেছে। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বলেই দাবি প্রশাসন ও পুলিশের। হিংসার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশ পাঁচটি এফআইআর দায়ের করেছে। প্রসঙ্গত, গতকালই কাশগঞ্জ সহ সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। সকাল ১০টা পর্যন্ত বন্ধ ছিল ইন্টারনেট পরিষেবা। এদিকে কংগ্রেস এই ঘটনায় আদিত্যনাথ সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে বিচারবিভাগীয় তদন্ত চেয়েছে। কংগ্রেসের দাবি, রাজ্য সরকার পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়েছে।

তবে পুলিশের দাবি, কাশগঞ্জ শহরে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে। বাজারগুলি খুলেছে। পুরো শহরের উপর নজর রাখছে তিনটি ড্রোন ক্যামেরা। বিশেষ করে, গত ২৬ জানুয়ারি যেসব জায়গায় হিংসাত্মক ঘটনা ছড়িয়ে পড়েছিল সেখানে আকাশপথে টহল দিচ্ছে ড্রোন ক্যামেরা বলে দাবি করেছেন উত্তর প্রদেশ পুলিশের এডিজিপি (আইনশৃঙ্খলা) আনন্দ কুমার। কুমার এদিন আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, যারা শান্তিভঙ্গ করার চেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তাঁর মন্ত্রিসভার একাধিক মন্ত্রীকে কাশগঞ্জ সফরে না যাওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়া শহরে হিংসার বলি হয়েছে অভিষেক গুপ্ত (২০) নামে যে যুবক তার পরিবারকে ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, গত ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন মোটরবাইক র‍্যালি চলাকালীন দুই দলের মধ্যে তুমুল বচসা শুরু হয়। এই বচসাই পরবর্তীকালে সংঘর্ষের রূপ নেয়। শেষ পর্যন্ত অভিষেক গুপ্ত নামে এক যুবকের মৃত্যু হলে আগুনে ঘি পড়ে। গোটা এলাকা উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। পুলিশ ও প্রশাসন অবশ্য সংঘর্ষ থামাতে কারফিউ জারি করে। তবে শনিবার কারফিউর মধ্যেও উত্তেজনা বজায় ছিল। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

মুস্তইয়ের একটি শপিং মলে শিল্পী চেতন রাউতের সৃষ্টি ভারতের একাদশতম রাষ্ট্রপতি ডঃ এপিজে আব্দুল কালামের কি-বোর্ড বাটন তৈরি পোট্রেট।

'বিটিং রিট্রিটের' মুড বেঁধে দিল ভারতীয় টিউন

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি : বিজয়চকে সোমবার অনুষ্ঠিত হল সেনাবাহিনীর তিন শাখা, কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের ব্যান্ডের বিভিন্ন অনুষ্ঠান। ২৬টি অনুষ্ঠান করেন তারা। প্রসঙ্গত, প্রতি বছর প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানকে আরও উজ্জ্বল করে রাখতে তারা এই অনুষ্ঠানটি করেন। চার দিন ধরে চলে এই অনুষ্ঠান। তবে মূল অনুষ্ঠানটি হয় ২৯ জানুয়ারি। স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও ভারতীয় বায়ুসেনা ২৬টি বিভিন্ন খেলা দেখায়। দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি সহ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। প্রসঙ্গত, 'বিটিং রিট্রিট' সামরিক বাহিনীর ট্র্যাডিশন বজায় রাখার একটি অনুষ্ঠান। কয়েক শতাব্দী ধরে রাজধানীতে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন শাখা এই অনুষ্ঠান করে থাকে। অনুষ্ঠান শেষে সূর্যোদয়ের মুহূর্তে তারা নিজের নিজের ছাউনিতে ফিরে যায়। সেনাবাহিনীর এক মুখপত্রের মতে, ইংরেজ আমলেও এই অনুষ্ঠান হত। তবে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে প্রজাতন্ত্র দিবসকে আরও বেশি দিন ধরে স্মরণ করতেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়।

রাজস্থানের ৩ আসনে উপনির্বাচন

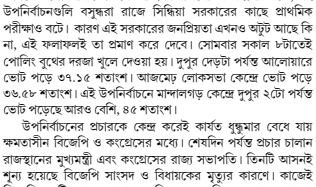

জয়পুর, ২৯ জানুয়ারি : দেশের বিভিন্ন শহরের সঙ্গে রাজস্থানের আজমেঢ়, আলোয়ার লোকসভা আসন এবং মান্ডলগড় বিধানসভা আসনেও সোমবার ভোট নেওয়া হল। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই উপনির্বাচনগুলি বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া সরকারের কাছে প্রাথমিক পরীক্ষার পটে। কারণ এই সরকারের জনপ্রিয়তা এখনও অটুট আছে কি না, এই ফলাফলই তা প্রমাণ করে দেবে। সোমবার সকাল ৮টাতেই ভোট পড়ে ৩৭.১৫ শতাংশ। আজমেঢ় লোকসভা কেন্দ্রে ভোট পড়ে ৩৬.৫৮ শতাংশ। এই উপনির্বাচনে মান্ডলগড় কেন্দ্রে দুপুর ২টো পর্যন্ত ভোট পড়েছে আরও বেশি, ৪৫ শতাংশ।

উপনির্বাচনের প্রচারকে কেন্দ্র করেই কার্যত ধুন্ধুমার বেধে যায় ক্ষমতাসীন বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে। শেষদিন পর্যন্ত প্রচার চালান রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী এবং কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি। তিনটি আসনই শূন্য হয়েছে বিজেপি সাংসদ ও বিধায়কের মৃত্যুর কারণে। কাজেই বিজেপি একটি আসনও হারাতে রাজি নয়। অন্যদিকে কংগ্রেসও তাদের পুরনো আসনগুলি ফিরে পেতে কঠোর পরিশ্রম করে। তারাও বিনা যুদ্ধে একটি আসনও ছাড়তে রাজি নয়। প্রসঙ্গত, রাজস্থান থেকে লোকসভার সদস্য সংখ্যা ২৯। ২০১৪ সালে বসুন্ধরা রাজের বিপুল সাফল্য চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল সকলের। কিন্তু ৬ মাস পরেও তাঁর সেই সাফল্য বজায় থাকবে কি না, সময়ই সেকথা বলে দেবে।

কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকারের শেষ বাজেট নিয়ে কংগ্রেস-বিজেপি দ্বৈরথ

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি : নরেন্দ্র মোদী সরকারের শেষ বাজেট নিয়ে শুরু হয়ে গেছে কংগ্রেস ও বিজেপি দ্বৈরথ। জয়পুরে সাহিত্য উৎসবে যোগ দিতে এসে সাহিত্যের বাইরে রাজনীতি নিয়েও মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস নেতা শশী থারুর। থারুরের দাবি, নরেন্দ্র মোদী সরকার এবার তাদের শেষ বাজেট পেশ করতে চলেছে। এই টার্মে এটিই তাদের শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। থারুরের মতে, এনডিএ সরকার এই বাজেটে সম্ভবত সাধারণ মানুষকে খুশি করতে নানা ধরনের ছাড় দেবে। ছাড় দেওয়া হবে আয়করের অথবা বিনিয়োগের উদ্যোগে। যাতে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে ফের ক্ষমতায় ফেরা যায়। তবে তারা যাই করুক না কেন, এটিই তাদের শেষ বাজেট বলে দাবি করেছেন থারুর।

কংগ্রেসের এই প্রবীণ নেতার বিরুদ্ধে একসময় বিজেপির গা ঘেঁষাঘেঁষি করে চলার অভিযোগ উঠেছিল। স্ত্রী সুনন্দা পুষ্করের হত্যা মামলায় থারুরকে যাতে পুলিশ কোনওভাবেই হয়রানি না করে সেজন্য বিজেপির সঙ্গে এই বন্ধুত্ব বলে মনে করা হচ্ছিল।

সে সময় কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি তাঁকে সতর্কও করে দেন। তবে থারুর ফিরেছেন ফের তার পুরনো মেজাজে। জয়পুরের সাহিত্য উৎসব থেকেই তিনি তির্যক মন্তব্য ছুড়েছেন এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে মোদী সরকারের দিকে। শুধু থারুর নন, কংগ্রেসের একাধিক নেতাই আক্রমণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। শাসকদলকে তীব্র আক্রমণ করে কংগ্রেসের আর এক প্রবীণ নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম নতুন নতুন কর্মসংস্থান নিয়ে কেন্দ্রের দাবির তীব্র নিন্দা করেছেন। এই সরকার যে কোনওরকম কর্মসংস্থান করতে পারেনি তা নিয়েও অভিযোগ তুলেছেন তিনি।

কার্যত চিদম্বরম এদিন টুইট ঝড় তুলেছেন। মোদী সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে চিদম্বরম বলেছেন, মোদী সরকার দাবি করছে, ২০১৭-১৮ সালে তারা নাকি ৭০ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান করেছে। তাদের এই দাবি ফেঁসে যেতে বাধ্য।

শৈত্যপ্রবাহের কবলে এখনও উত্তর ভারত, বিপর্যস্ত ট্রেন চলাচল

নয়াদিল্লি/শ্রীনগর/সিমলা, ২৯ জানুয়ারি : উত্তর ভারত এখনও শৈত্য প্রবাহের কবলে। কাশ্মীর এবং হিমাচল প্রদেশে বইছে শৈত্যপ্রবাহ। ঘন ঠান্ডায় কোনও কোনও জায়গায় তুষারপাত শুরু হয়েছে। ফলে পর্যটকদের ভিড় বাড়ছে সিমলা ও শ্রীনগরে। কিন্তু কুয়াশা বিপর্যয় ডেকে আনছে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়। ঘন কুয়াশার ফলে উত্তর ভারতে সমতলভূমিতে ট্রেন পরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছে।

হিমাচল প্রদেশের পাহাড়ে ও উপত্যকায় এখন স্বাভাবিক তাপমাত্রা ন্যূনতম ২-৪ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। কিন্তু একটু বেশি উঁচুতে উঠলে ছবিটা একেবারে বদলে যাচ্ছে। মূলত হিমাচল প্রদেশের আদিবাসী অধ্যুষিত উঁচু পাহাড়ি শহরগুলিতে তাপমাত্রা এখন ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে-২১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে।

কেলং, কল্পা ও মানালিতে তাপমাত্রার পারদ অনেকটাই নেমে গেছে। পর্যটকদের প্রিয় এই তিন পাহাড়ি শহরের তাপমাত্রা এখন যথাক্রমে -৮.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, -৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও -২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। জম্মু ও কাশ্মীরের লাদাখ ও সংলগ্ন অঞ্চলে রবিবার রাতে তাপমাত্রা ছিল -১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রবিবার রাতে শ্রীনগরে যে তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে তাও রীতিমতো আতঙ্কের। সেখানকার তাপমাত্রা এখন -৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অবশ্য যেসব পর্যটকরা শীতকাতুরে নন, তাদের এই ঠান্ডা ভীষণ পছন্দের। ফলে দেশ-বিদেশের বহু পর্যটক ভিড় জমাচ্ছেন এই পাহাড়ি শহরগুলিতে। চলতি শীতের মরশুমে আবহাওয়া পুরোপুরি শুকনো এবং ঠান্ডা। এর ফলে শিশু ও বয়স্কদের শারীরিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। অনেকেরই শ্বাসকষ্ট দেখা দিচ্ছে।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের এক মুখপাত্র পূর্বাভাসে জানিয়েছেন, কাশ্মীর উপত্যকায় বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে বৃষ্টি ও তুষারপাত হতে পারে। স্থানীয় মানুষ এখন বৃষ্টি ও বরফ চাইছেন। কারণ চলতি শীতের মরশুমে জম্মু ও কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শুকনো আবহাওয়া লক্ষ করা গেছে। এই আবহাওয়া গত ৭ দিন ধরে চলছে।

অন্যদিকে দেশের রাজধানী নয়াদিল্লির মানুষ আরও একটি শীতলতম দিন দেখলেন। তাপমাত্রা নেমে গিয়েছিল ৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এছাড়া একইসঙ্গে ছিল ঘন কুয়াশা। ফলে ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত হয়। নর্দান রেলওয়ের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, সকাল ৬টা পর্যন্ত উত্তর ভারতগামী ৪৩টি ট্রেনের যাত্রা বিলম্বিত হয়েছে এবং বাতিল করা হয়েছে ১৮টি ট্রেন।

তিরুবনন্তপুরমে প্রতিবন্ধীরা সোমবার বিধানসভা অভিযান করেন।